Department of History
Ramsaday College
Amta, Howrah

Semester- II (HISH) CC- 4

Prepared by- Rittik Biswas

©rittik biswas

History (Hons)

CC-4

Social Formations and Cultural patters of the Medieval World other than India

Group- C

Unit- VI

Judaism and Christianity under Islam

©rittik biswas

ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড

ক্রুসেড শব্দটি দ্বারা মূলত ধর্মীয় যুদ্ধ বোঝানো হয়। তবে কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে জনগণ শক্ত ধারণা পোষণ করলে তাকেও ক্রুসেড নাম দেয়া হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বিশ্ব ইতিহাসে ক্রুসেড বলতে *পবিত্র* ভূমি অর্থাৎ জেরুজালেম এবং কন্সটান্টিনোপল এর অধিকার নেয়ার জন্য ইউরোপের খ্রিস্টানদের সম্মিলিত শক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে **১০৯৫ - ১২৯১** সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার যে যুদ্ধ অভিযান পরিচালনা করে সেগুলোকে বোঝায়। যদিও ক্রুসেড এর সংজ্ঞা নিয়েমতভেদ রয়েছে। কোন যুদ্ধ বা অভিযানগুলোকে ক্রুসেড বলা হবে তার ব্যাপারেও মতভেদ আছে। আসলে পূর্বাঞ্চলীয় অর্থডক্স বাইজেন্টাইন সম্রাট এই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন আনাতোলিয়াতে মুসলমান সেলজুক সম্রাজ্যের বিস্তার রোধ করার জন্য।

ঐতিহাসিক হিট্টি ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন যে, " চার্চের ক্রস , সৈনিকের তরবারি এবং বণিকদের অর্থভাণ্ডার মিলিত হয়ে ক্রুসেডেরসূত্রপাত করেছিল । " ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে গেলে আরব জাতি ও সেলজুক তুর্কিদের কথা উল্লেখ করতে হয় । সপ্তম শতক থেকে জেরুজালেমের উপর আরব মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রথম পর্বে খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের বিশেষ সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয়নি । কিন্তু একাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্বে সেলজুক তুর্কিদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে পরিস্থিত পাল্টে যায় । ধর্মীয় উদারতা না থাকার ফলে সেলজুক তুর্কিরা খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত । খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা তাদের উপর অত্যাচারের কথা ইউরোপে প্রচার করলে এক তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট রচিত হয় । অপর দিকে তৎকালীন পোপ দ্বিতীয় আরবান সপ্তম গ্রেগরির ন্যায় একচ্ছত্র ক্ষমতার অধীকারী হতে চয়েছিলেন । একাদশ শতকে রোমান সম্রাটের সঙ্গে পোপের সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটেছিল । পোপ এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে সম্রাটের পর প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । অন্যদিকে জেরুজালেম অধিকৃত হলে সম্রাটের ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটবে ভেবে সম্রাটও ক্রুসেডারদের উৎসাহিত করেন ।

১০৯৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ আরবান দ্বারা ফ্রান্সের কেরমন্ট শহরে আহূত ধর্মসভায় মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র জেরুজালেম নগরী উদ্ধার কল্পে ধর্মযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর থেকে পোপ ও তার অনুগামীদের ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ করা যায় । এর পরবর্তীতে শুরু হয় এক রক্তক্ষয়ী ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস , যা প্রায় **২০০** বছর ধরে চলেছিল । ঐতিহাসিকগণ ক্রুসেডের ঘটনাবলিকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন ।

প্রথম পর্যায় : **১০৯৫** খ্রিস্টাব্দ থেকে **১১৪৪** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল ক্রুসেডের প্রথম পর্যায় । এই পর্বে ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ ওয়াল্টার পিটার , গডফ্রে , বলডুইন , রেমন্ড ও স্টিফেন হেনরির নেতৃত্বে জেরুজালেম উদ্ধারকল্পে অগ্রসর হন । পিটার থারমিটের নেতৃত্বে একদল বাহিনী সেলজুক তুর্কি সুলতান কিলিজ আরসালানকে পরাজিত করে তার রাজধানী নাইসিয়া দখল করে । এর পরবর্তীতে **১০৯৮** খ্রিস্টাব্দে রেমন্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা অ্যান্টিক দখল করে । তুলুসের কাউন্ট রেমন্ডের

©rittik biswas

নেতৃত্বে ৪০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী ১০৯৯ খ্রিসটাব্দে জেরুজালেম দখল করে । গডফ্রেকে জেরুজালেমের শাসক হিসাবে মনোনীত করা হয় । প্রথম পর্যায়ে ক্রুসেডারগণ মুসলমানদের হাত থেকে বহু অঞ্চল অধিকার করেন , তার মধ্যে এডেসা , অ্যান্টিওক , জেরুজালেম ও ত্রিপোলিতে খ্রিস্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় । ইতিমধ্যে জঙ্গি রাজবংশের ইমামউদ্দিন জঙ্গির নেতৃত্বে মুসলমানরা ক্রুসেডারদের উপর আক্রমণ হানে এবং এডেসা দখল করে । সিরিয়া থেকেও খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করা হয় । ইমামউদ্দিন জঙ্গির আক্রমণে ক্রুসেডাররা পিছুহঠতে থাকে এবং এভাবেই ১১৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম পর্যায়ের ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

দ্বিতীয় পর্যায় : দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্রুসেড চলে ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ইমামউদ্দিনজঙ্গির পুত্র নুরুদ্দিন জঙ্গি পুনরায় খ্রিস্টানদের কাছ থেকে এডেসা অধিকার করে নিলে তা উদ্ধারের জন্য জার্মানির রাজা দ্বিতীয় কনরাড ও ফ্রান্সের রাজা সপ্তম লুই - এর নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা দ্বিতীয় পর্যায়ে রক্রুসেডে অংশগ্রহণ করে । এই সময় আইয়ুবি বংশের সালাউদ্দিন আইয়ুবি মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দে হিট্টিনের যুদ্ধে ২০,০০০ ফরাসি সৈন্য নিয়ে গঠিত বাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন । একে-একে এডেসা , অ্যান্টিওক ও ত্রিপোলি থেকে খ্রিস্টানদের বিতাড়িত করে অবশেষে তিনি জেরুজালেমও দখল করেন । জেরুজালেমের পতনের পর ইউরোপে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় — যার ফলে অনিবার্য হয় তৃতীয় ক্রুসেড।

তৃতীয় পর্যায় : ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলে ক্রুসেডের তৃতীয় পর্যায় । তৃতীয় ক্রুসেডে ইউরোপীয় খ্রিস্টান বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন জার্মানির রাজা ফ্রেডারিক বারবারোসা , ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড। বারবারোসা সাইলেশিয়ার একটি নদী অতিক্রম করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন । অবশেষে ইংল্যান্ডের রিচার্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম অবরোধ করে । দীর্ঘদিন যুদ্ধ চলার ইউরোপীয় ক্রুসেড পর কোনো পক্ষই সুবিধা করতে না পেরে অবশেষে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ।

চতুর্থ ক্রুসেডের সূচনা হয়েছিল ১২০২ খ্রিস্টাব্দে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নির্দেশে ইতালীয় বণিকরাই এই ক্রুসেডে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । তবে জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করার তুলনায় বাইজানটাইনের উপর আধিপত্য বিস্তারে তারা তৎপর ছিল কারণ তা হলেই তাদের বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপিত হবে । যাই হোক চতুর্থ ক্রুসেডের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছিল এই পর্বের ক্রুসেড।

পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের আবেদনে পঞ্চম ক্রুসেড ১২১৭ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত হয়েছিল । এই ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হাঙ্গেরির শাসক অ্যান্ড্র ।

জার্মানির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের নেতৃত্বে ষষ্ঠ ক্রুসেড ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত হয়েছিল ।

রাজা নবম লুই - এর নেতৃত্বে ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম ক্রুসেড পরিচালিত হয়েছিল । ইতিমধ্যে ১২১২ খ্রিস্টাব্দে একটি মর্মস্পর্শী শিশুক্রুসেড অনুষ্ঠিত হয়েছিল । জেরুজালেমকে মুক্ত করার এই ক্রুসেডে বালকদেরকে ঢাল হিসাবে সামনে রাখা

©rittik biswas

হয়েছিল । পরে ইতালীয় বণিকরা আরবদের কাছে এই শিশুদের বিক্রি করে দেয় । এভাবে ১২৯১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মুসলমানগণ খ্রিস্টানদের নিকট থেকে অধিকাংশ অধিকৃত স্থান পুনর্দখল করলে ক্রুসেডের পরিসমাপ্তি ঘটে ।

<u>তথ্য সহায়তা</u>

Wikipedia.org
বিশ্ব সভ্যতার মধ্যযুগ : সামাজিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক বিন্যাস- আসিফ জামাল লস্কর

©rittik biswas